বোকা হীরু

রেখা ও লেখা মৈত্রেয়ী মুখার্জী

কনু চলে গেলে।
সকালেই আমি জন্যে শ্রেষ্ঠ আনতে যাব।
আমিও যাব, কিন্তু বোকা হীরুটাকে কি করা যায়?

ঐ বোকাটা যদি ঘানি-ঘরটা খেয়ে যায়, সেটা ভারী লজ্জার কথা।

ঠিক বলেছ। ওকে আমাদের সঙ্গে আসতে বারণ করব।

এই বোকা! তুই এখানে থাক। শ্রেষ্ঠ ঘোড়া খুঁজে আনা তোর কর্ম নয়।

কিন্তু পরদিন সকালে, চালাক দুজন যখন চলে যাচ্ছে।
দাঁড়াও---- আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।
ঠিক আছে! এসো

তারা সারাদিন ধরে চলল।
ঐ উঁচুতে একটা গুহা দেখতে পাচ্ছি, এখানে আমরা একটু জিরিয়ে নিই
হঁ্যা আমার ভারী ঘুম পাচ্ছে

যখন তারা গুহায় পৌঁছুল।
বন্ধু তোমাদের রাত্রি শুভ হোক

হীরু খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল।
চলে আয় শিগ্গীর ও একলা এখানে পড়ে থাক
কী সুন্দর তোর মতলবটা! ওকে রেখেই পালাব।

পরেরদিন সকালে
ওঃ! কী সুন্দর ঘুমটাই না হল! তোমরা কেমন ঘুমালে ?
বন্ধুরা–! তোমরা কোথায়?
কোথাও তাদের দেখতে পাওয়া গেল না।
হায় ভগবান! ওরা আমাকে ফেলে পালিয়ে গেছে!

হীরু সারা বন খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এমন সময়ে-

হীরু, আমি তোমায় কি সাহায্য করতে পারি?

তুমি তো বেড়াল! তুমি আমায় কি সাহায্য করবে?

বিড়ালটি হীরুকে নিয়ে একটি ছোট প্রাসাদের দিকে গেল।
কী সুন্দর প্রাসাদটি
মার! এটি কে
দেখাশুনা করে?

আমার চাকরবাকরেরা। দেখ ওরা আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে আসছে।

নাম হীরু,
সাত বছর
দের কাছে
রবে।
আসুন - আসুন -। আমাদের প্রাসাদ ধন্য করুন।

আমাদের সঙ্গে আসুন। আপনাকে খাবার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্ষুধার্ত।
হ্যাঁ, আমি সারাদিন কিছুই খাই নি

কি অপূর্ব এই বিড়ালেরা। কি সুন্দর খাবার। জীবনে এতো ভালো খাবার দেখিনি।

সেদিন রাত্রে, খাওয়া দাওয়ার পর সব বিড়ালেরা নানা রকমের বাজনা নিয়ে বাজাতে লাগল। কেউ গান গাইতে লাগল, নাচতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

সকলে নাচ, গান করছে দেখে হীরু পুষিকে বলল.....
আমি তোমার সঙ্গে নাচতে পারি কি?

তুমি খুব আশ্চর্য্যজনক।
সব বিড়ালের থেকে তুমি সেরা।

খুব শীঘ্র হীরু ঘুমানোর জন্যে তৈরী হলো।

শুভরাত্রি হীরু।

শুভরাত্রি। বিড়াল বন্ধুরা।

পরের দিন সকালে বিড়ালেরা ওর ঘরে ঢুকলো।
উঠে পড়ুন হীরুবাবু জল খাবারের সময় হয়েছে

একটি বিড়াল ওকে ঠেলে উঠিয়ে দিলো।

আর একটি বিড়াল ওর মুখে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিলো
ঠাণ্ডা জলে ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

তৃতীয় বিড়ালটি তার ন্যাজ দিয়ে ওর মুখ মুছিয়ে দিলো।
কী নরম আমার গামছাটি!

খুসির প্রাসাদে আসার প্রথম দিনে, হীরু প্রায় কিছুই কাজ করল না।
কি মজায় সাতটা বছর কাটানো যাবে! কলুর কলে কাজ করার চেয়ে অনেক মজার ব্যপার।

সেই দিন, হীরু প্রাসাদের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।
নমস্কার-ভাই। মনে হচ্ছে তুমি খুব পরিশ্রমের কাজ করছ।

তোমার কুড়ুলটা এমন চকচক করছে কেন?
এটা সোনা আর রূপা দিয়ে তৈরী। আচ্ছা, তুমি একটু কাঠ কাটতে চেষ্টা কর না কেন?

ঠিক বলেছ। এটা খুব মজার খেলা হবে।

(চলবে)

পরের দিন সকালে
পুসি বিড়াল,- সারাদিন বসে থাকতে ভালো লাগছে না। আমায় কিছু কাজ দাও না।
কাজ চাও? ঠিক আছে, তুমি ঐ মাঠের ধারে এমন একটি বাড়ী তৈরী করে দাও যে, সেই বাড়ীতে থাকলে, গরমের সময়ে একটুও গরম লাগবে না।
পুসি বিড়ালের কর্মচারী হীরুকে একটি ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে হীরু দেখল-
আরে বাব্বাঃ! কত তক্তা, আর কত যন্ত্র। সব দেখছি রূপার তৈরী।

হীরু সেই রাপাবু যন্ত্রপাতি দিয়ে পুসির জন্যে বাড়ী তৈরী করতে লাগল

ও খুব কঠোর পরিশ্রম কর্‌তে লাগল

কিছুদিনের মধ্যে বাড়ীর বেশ অনেকটা হয়ে গেল।

শেষে একদিন---
ব্যাস! পুসির জন্যে বাড়ী তৈরী হয়ে গেল

পুসি যখন তার অট্টালিকা দেখলে
হীরু! কী চমৎকার বাড়ী তৈরী করেছ।
পুসি দেখলে, ভিতরটিও খুব সুন্দর হয়েছে
হীরু আমি যেমনটি বলেছিলাম ঠিক তেমনটি হয়েছে। সাত বছর ধরে তুমি সত্যি খুব ভালো কাজ করেছ।

(চলবে)

আমি এ ঘোড়া এখন তোমাকে দেব না। তুমি বাড়ী যাও। তিনদিন পরে তোমার বাড়ীতে একে নিয়ে যাব।

হীরুকে বিদায় অভিনন্দন জানানোর জন্যে, সেদিন রাতে একটি উৎসব আসর সাজানো হল। বিড়ালেরা হীরুকে নাচ, গান, বাজনা শোনালো।
তারপর যখন আসর ভাঙ্গার সময় হলো, তখন সকলে মিলে খুব ভালো মালাইয়ের সরবৎ খেলো, হীরুকেও খাওয়ালো।
হীরু, তোমার সম্মানের জন্যে এই সরবতের ব্যাবস্থা। ধরো খাও।
তোমাদের নাচ গান আর বাজনা খুব ভালো লেগেছে। সরবতের জন্যে ধন্যবাদ।

পরের দিন সকালে—
আজ আমি সেই কলুর ঘানিতে ফিরে যাবো। এখানকারি দামী পোষাক ছেড়ে আমার পুরনো পোষাকটা পরে নিলি।

ও'র পুরনো পোষাকটা খুব ছোট হয়ে গেছে। ছিঁড়েও গেছে।
এ পোষাকটা দেখতে মোটেই সুন্দর নয়। তা হোক। আমার কাছে এটাই ভালো।

তারপর থীক নীচে নেমে এলো
পুষি বিড়াল, নমস্কার! তুমি কলুর ঘানিতে ঘোড়া পাঠাতে ভুলে যেও না।
না থাক, আমি তিনদিন পরে নিশ্চয়ই ঘোড়া পাঠাবো।

এই যে, বাঁ পথ দিয়ে সোজা চলে যাও। তুমি তোমার ঘানি ঘরে পৌঁছে যাবে।

হীরু পুষির দেখানো রাস্তা দিয়ে চলতে থাকে। অনেকক্ষণ চলার পরে···

ঐ তো! আমার পুরনো বাড়ী দেখা যাচ্ছে। ঐ তো ঘানিঘর

এ কী কথা বলছ ভাই? আমি তোমাদের বোকা মনে করবো কেন?
বিড়ালে আবার ঘোড়া এনে দিতে পারে? তাদের আবার আলাদা দেশ আছে নাকি? যত সব আজগুবি গল্প বলতে এসেছ।
মোটেই আজগুবি কথা নয়। পুষির একটি সুন্দর প্রাসাদ আছে। আমি সাত বছর সেখানে ছিলাম। পুষি আমায় কথা দিয়েছিলো যে আমি যদি সাত বছর সেখানে থাকি, তাহলে আমাকে সব থেকে সুন্দর ঘোড়া দেবে।
বোকা কোথাকার! ঘোড়া আনতে পার নি। আবার মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলতে এসেছ। বেরিয়ে যাও। বাইরে বসে খাও।
বেচারা হীরু। কি আর করবে, বাইরে বসেই শুখনো রুটি খেতে লাগল মনের দুঃখে।

তারপর রাত্রে যখন ঘুমাতে যাওয়ার সময় হল - - -
কি ব্যাপার হীরু! তুমি কোথায় যাচ্ছ?
আমার বড় ঘুম পেয়েছে। ঘুমাতে যাচ্ছি।
তোমার জামা কাপড় বিশ্রী ছেঁড়া আর নোংরা। তুমি কিছুতেই আমাদের সাথে ঘরে ঘুমাতে পারবে না। তুমি বাইরে কোথাও ঘুমাও।
হীরু কি আর করে। মুরগীর ঘরে ঘুমালো।
আহা বেচারা হীরু! সকলে ভাবছে, ও বুঝি আগের মতই বোকা আছে।
তুমি একটু অপেক্ষা করে দেখে যাও। পরে দেখবে ওরাই হীরুর সৌভাগ্যে হিংসে করবে।

(চলবে)

বোকা হীরু ছবিতে গল্প (পূর্বানুবৃত্তি) **মৈত্রেয়ী মুখার্জী**

খুব সুন্দর এক রাজকন্যা রথ থেকে নামলো ।
নমস্কার মহাশয়।
নমস্কার রাজ কন্যা। আপনি এখানে কি জন্যে এসেছেন জানতে পারি কি?
আমি হীরুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ও কোথায় আছে বলতে পারেন?
ঐ বোকা হতচ্ছাড়া ছেলেটা মুরগীর ঘরে আছে। ওর সঙ্গে দেখা করে কি হবে? আপনি বরং আমার বড় কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

না--না--!
আমি হীরুর সঙ্গেই দেখা করতে চাই।
রাজকন্যা মুর্গীর ঘরে গেল
হীরু, দেখ-আমি প্রতিজ্ঞা মত ঠিক তিনদিন পরে এসেছি। তোমার ঘোড়াও সঙ্গে করে এনেছি।

শুনে খুব খুসি হলাম। তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে। তুমি কি আমায় বিয়ে করবে?

কেন করব না! এতো খুব সুখের কথা।

(চলবে)

তারপর রাজকন্যার সখীরা হীরুকে দামী নতুন পোষাক এনে দিলো।

এই পোষাকটি পরে চলো, মালিকের সঙ্গে দেখা করি। তাকে তুমি ঘোড়াটি দেবে।

হীরু নতুন পোষাকে সাজলো।

ঠিক যেন একজন রাজপুত্র

ইস্! হীরুকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে

হীরু আর রাজকন্যা কলুর ঘানি ঘরের কাছে এসে....
হীরুর জন্যে যে ঘোড়া এনেছি, — সেই ঘোড়া নিয়ে এসো।
কর্মচারী ঘোড়াটা নিয়ে এলো।
আহা! এটাই সব থেকে শ্রেষ্ঠ ঘোড়া।
না! এই ঘোড়াটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঘোড়া। আমি হীরুকে তেলের ঘানি দেব।
মহাশয় আপনাকে ঘোড়া দিয়েছি।

হীরুর ঘানি ঘরের দরকার নেই। আপনি ঘোড়া এবং ঘানি দুই রেখে দিন।
কিন্তু কেন ?
হীরু আমার সাথে আমার রাজ্যে ফিরে যাবে। সেখানে আমরা দুজনে বিয়ে করে বাস করবো।

তারপর ওরা রথে গিয়ে উঠলো।
বিদায় মহাশয়
বিদায়

ওদের রথ রাজকন্যার রাজ্যের দিকে যাত্রা করলো।

এখানে ফিরে আসতে পেরে খুব খুশী হয়েছি

রথ অট্টালিকার সামনে দাঁড়াতে...

শিঙার আওয়াজ শুনে সখীরা ফুল চন্দন নিয়ে এলো।

আমি আশীর্বাদ করছি, — তোমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রজাদের নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে রাজত্ব করো।

তারপর হীরুর সাথে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

পরের দিন ....

আচ্ছা, তুমি তো আমায় বিয়ে করলে। কিন্তু আমাকে যে সকলে বোকা হীরু বলে ডাকে।

না, এবার থেকে তোমাকে সকলে রাজা-হীরু বলে ডাকবে।